তারিখ ... ২৭।১।৮০ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক বাংলা

সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি প্রেসিডেন্ট জিয়া

জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হোন

ঝিটকা (মানিকগঞ্জ) ২৬শে জানুয়ারী (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন যে জনগণ সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষে পরিচালিত জাতীয় বিপ্লব পুরোপুরি অনুমোদন করেছে।

প্রেসিডেন্ট আজ এখানে ব্যাপক ইছামতি নদী পুনর্খনন প্রকল্প উদ্বোধনকালে মতাদর্শ ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আমাদের সংবিধানে সংরক্ষিত বিপ্লবের সফল বাস্তবায়নের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের আহবান জানান।

তিনি বলেন যে প্রাসাদ রাজনীতির দিন শেষ হয়েছে। এখন উৎপাদনের রাজনীতির সময়। এর মাধ্যমে আমরা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারি।

জীবনের সকল স্তরের হাজার হাজার উৎফুল্ল মানুষের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মন্ত্রিসভার সদস্য, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস এবং সারা দেশ থেকে আগত বিএনপি জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যগণ প্রকল্পের ঝিটকা মোল্লাবাড়ি অংশের পুনর্খনন কাজে অংশগ্রহণ করেন।

স্বেচ্ছায় জনগণের অংশগ্রহণ পরিকল্পনার অধীনে নেয়া ঢাকা ও পাবনা জেলার ৬টি থানার উপর দিয়ে প্রবাহিত ৪০ মাইল লম্বা নদী পুনর্খনন প্রকল্পের কাজ আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মোট ১১ মাইল লম্বা ৬টি ফিডার খালও এই প্রকল্পের অধীনে খনন করা হবে।

এই প্রকল্প সমাপ্ত হলে আড়াই লাখ একর জমিতে সেচের পানি পাওয়া যাবে এবং কৃষকরা দ্বিগুণ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবেন।

এছাড়া আগামী তিন থেকে ১০ বছর বছরে ২৫ থেকে ৩৫ কোটি টাকার মৎস্য চাষ সম্ভব হবে।

বিএনপির চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন যে তাঁর দলের নেতা ও কর্মীরা বিপ্লবী কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। তিনি দলীয় কর্মীদের প্রতি তাদের কাজ, সচেতনতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহবান জানান।

তিনি জনগণের প্রতি বিএনপি।

(শেষ পৃঃ ১—এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শনিবার মানিকগঞ্জের ঝিটকায় ইছামতি নদী পুনর্খনন প্রকল্প উদ্বোধন করেন

একাত্ম হোন

(১ম পৃঃ পর)

চারপাশে সমবেত হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, বিএনপি অতীতের ন্যায় এখনও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিপ্লব এগিয়ে নিতে সর্বস্তরে জনগণকে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রতি দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্তরিকতার সঙ্গে অংশ গ্রহণের আহবান জানান। আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে বিপ্লবের এ পর্যায় শুরু হবে।

তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার ক্ষেত্রে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে। আমরা যদি দ্বিগুণ খাদ্য উৎপাদন করতে পারি তাহলে আমাদের আর ভিক্ষার ঝুলি বয়ে বেড়াতে হবে না। তিনি বলেন বাংলাদেশে প্রত্যেকেই কাজ করতে চায়। জনগণকে পরিচালনা করতে হবে। এখানকার প্রত্যেককে স্বনির্ভর হতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে পল্লী উন্নয়নই দেশের সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি।

ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী এ উপলক্ষে তাঁর ভাষণে বলেন যে দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যই বিপ্লব শুরু করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে দেশব্যাপী ১৫০টি খাল খনন ও পুনর্খনন কর্মসূচী খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার সহায়ক হবে।

এ এলাকার বাসিন্দা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) আবদুল হালিম চৌধুরীও এ উপলক্ষে ভাষণ দেন।

প্রেসিডেন্ট রাতে এখানে অবস্থান করবেন এবং আগামীকাল রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের আগে বিএনপি নেতা ও কর্মীদের এক সভায় ভাষণ দেবেন।